News Coverage of Roundtable Discussion on COP29

News24

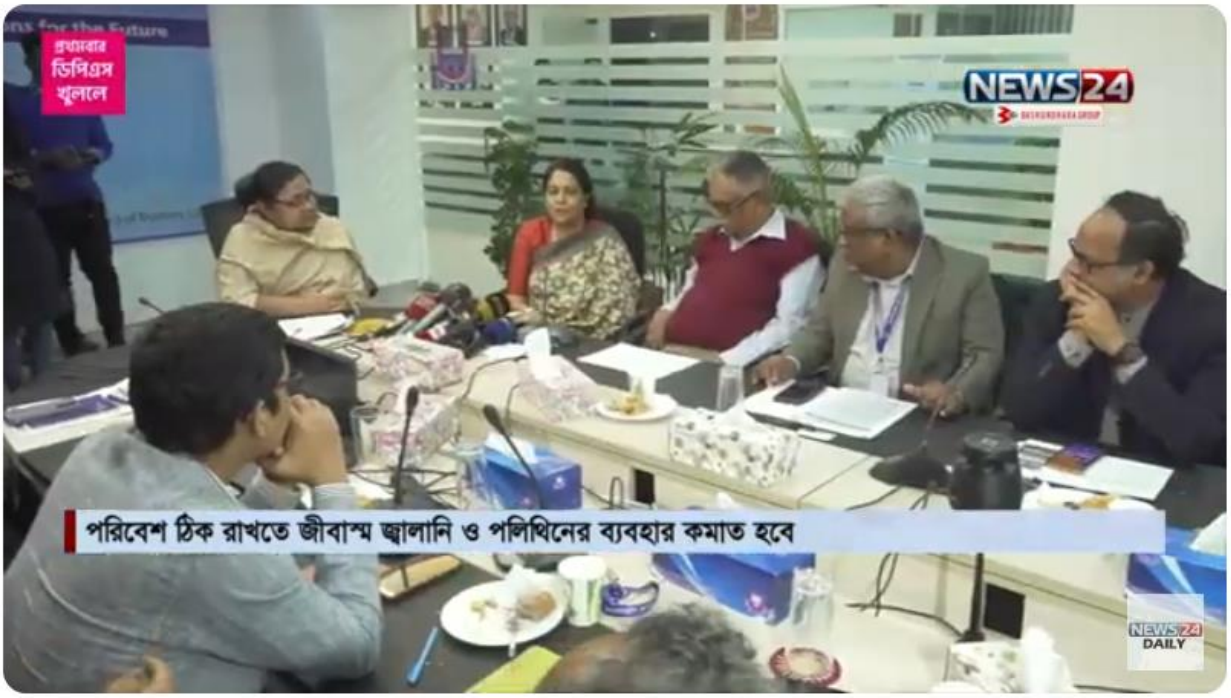

https://www.youtube.com/watch?v=MCO1f2Y7Q88

Jamuna TV

https://www.youtube.com/watch?v=BI_NmfMcWrg

Somoy TV

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=602555888893369

Channel 24

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1124670849237916

Daily Prothom Alo

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে কপ ২৯ নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা, প্রকাশ: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ১২: ০৪

আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ২৯তম জলবায়ু সম্মেলন (কপ–২৯) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। এ সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধান, বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা অংশ নেন। গতকাল সোমবার এ সম্মেলনের প্রত্যাশা, বাস্তবতা এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

ইউএপির স্কুল অব বিজনেসের ডিন অধ্যাপক এম এ বাকি খালিলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইমেরিটাস আইনুন নিশাত, ইউএপি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারপারসন স্থপতি মাহবুবা হক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসান।

আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ব্যবসা বিভাগের অধ্যাপক সুবর্ণা বড়ুয়া। আলোচনা সভার প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট; শওকত আলী মির্জা, পরিচালক, জলবায়ু পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলন, পরিবেশ বিভাগ; ফজলে রাব্বী সাদিক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন; শাহ আবদুল সাদী, উপসচিব, ইআরডি, অর্থ মন্ত্রণালয়; হাফিজ খান, পরিবেশগত আইনজীবী; এম জাকির হোসেন খান, প্রধান নির্বাহী, চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ; মো. শামসুদ্দোহা, প্রধান নির্বাহী, সিপিআরডি; এস এম মুনজুরুল হান্নান খান, নির্বাহী পরিচালক, এনএসিওএম; কাজী আমদাদুল হক, সিনিয়র পরিচালক কৌশলগত পরিকল্পনা এবং জলবায়ু, ফ্রেন্ডশিপ; মোহাম্মদ এমরান হাসান, জলবায়ু বিচার প্রধান, অক্সফাম;

শরিফ জামিল, সদস্যসচিব, ধরিত্রী রক্ষায় আমরা; জেসমিমা সাবাতিনা, নির্বাহী বোর্ড সদস্য, ইফোরজেন; বারিশ হাসান চৌধুরী, প্রচারণা ও নীতি সমন্বয়কারী, বেলা; ইউ খিং চাক, নির্বাহী বোর্ড সদস্য, গ্রিন মিলিউ; মিয়ার ডং, ফেলো, চায়না ইয়ুথ ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (সিওয়াইসিএএন)।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, কপকে অনেক বেশি জটিল করে ফেলা হয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্বের যে অর্থনৈতিক মডেল দাঁড়িয়েছে, তা থেকে কেউ সরে আসতে চাইছে না। তিনি আরও বলেন, 'যাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আমরা দর–কষাকষি করি, সেখানে শক্তি, অর্থনীতি, প্রযুক্তির দিক থেকে এটা একটা অসম প্রতিযোগিতা। তাই সমস্যা নিরসনে রাজনৈতিক শক্ত অবস্থানের পাশাপাশি প্রয়োজন নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে নেওয়া, তবে প্রচলিত ছকে বেঁধে নয়। জনগণকে বাঁচাতে বাড়াতে হবে বাজেট ও সক্ষমতা।'

কপ ব্যর্থ হয়েছে উল্লেখ করে আইনুন নিশাত বলেন, জলবায়ুর দর–কষাকষিতে ভারতের সবচেয়ে বড় বন্ধু হয় চীন-পাকিস্তান। কপ ২৮–এ যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তার অনেকগুলোই ২৯–এ ফেলে দিয়েছে। প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার কথা থাকলেও উন্নত বিশ্ব তা দেয়নি।

প্যানেল আলোচনায় বক্তারা এ সময় বলেন, কপ ২৯-এ আর্থিক আলোচনার বিষয়টি অত্যন্ত ধীরগতিতে এগিয়েছে, যা ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি প্রতিস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। এ ছাড়া জীবাশ্ম জ্বালানির ভর্তুকি ১ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা নবায়নযোগ্য শক্তির অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে। তাঁরা আরও বলেন, জলবায়ু–সংকট মোকাবিলায় দরিদ্র দেশগুলোর জন্য প্রতিবছর এক ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন, যার এক-তৃতীয়াংশ ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে আসা উচিত।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আবু সাঈদ মোস্তাক আহমেদ, ডিন, স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ডিজাইন, ইউএপি; অধ্যাপক নেহরীন মাজেদ, প্রধান, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ইউএপি; সারওয়ার রাজ্জাক চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধান, ব্যবসায় প্রশাসন, ইউএপি প্রমুখ। বিজ্ঞপ্তি

https://www.prothomalo.com/education/campus/dke0i4e5af

Daily Bangladesh Pratidin

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

বায়ুদূষণের ২৮ শতাংশ আসে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদক

বায়ুদূষণের ২৮ শতাংশ আসে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে, যা এখনো নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। গতকাল ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক আয়োজিত 'কপ২৯ : এক্সপেকটেশন, রিয়ালিটি অ্যান্ড লেসনস ফর দ্য ফিউচার' শীর্ষক কর্মসূচিতে এ কথা বলেন তিনি।

অনুষ্ঠানে পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, পরিবেশগত ন্যায্যতা অর্জনের জন্য আমাদের জলবায়ু ন্যায্যতার পাশাপাশি কাজ করতে হবে। বাংলাদেশে কৃষিজমি কমছে, নদীগুলো দূষিত।

এগুলো মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অর্থনৈতিক মডেল পুনর্বিবেচনা জরুরি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব হুমকির মুখে। ক্লাইমেট ফাইন্যান্সের কোনো আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা নেই। এই তহবিল প্রকৃতপক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলায় সহায়তা করছে না। ইউনিভার্সিটিগুলোতে পলিথিন-প্রযুক্তির বিকল্প উদ্ভাবনের জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্‌বুদ্ধ করা উচিত বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

https://www.bd-pratidin.com/city/2024/12/24/1064769

Daily Samakal

উন্নয়নের মডেল পরিবর্তন করতে হবে: পরিবেশ উপদেষ্টা

‘কপ২৯: এক্সপেকটেশন, রিয়ালিটি অ্যান্ড লেসনস ফর দ্য ফিউচার’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ | ০০:২৯ | আপডেট: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ | ১০:০৭

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, পৃথিবীকে বাঁচাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে রোধ করতে হবে। এ জন্য আরও বেশি প্রস্তুত হতে হবে তরুণদের। উন্নয়নের মডেল পরিবর্তন করতে হবে। সোমবার ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) আয়োজিত ‘কপ২৯: এক্সপেকটেশন, রিয়ালিটি অ্যান্ড লেসনস ফর দ্য ফিউচার’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অর্থনৈতিক মডেল পুনর্বিবেচনা জরুরি। ক্লাইমেট ফাইন্যান্সের কোনো আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা নেই। এই তহবিল প্রকৃতপক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলায় সহায়তা করছে না।’

সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন ঢাবির ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, ইউএপি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারপারসন মাহবুবা হক, উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সভাপতিত্ব করেন ইউএপির বিজনেস স্কুলের ডিন ড. এম এ বাকি খলিলি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাবি অধ্যাপক ড. সুবর্ণ বড়ুয়া। আলোচক হিসেবে ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন শাখার পরিচালক শওকত আলী মির্জা, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ইআরডি বিভাগের উপসচিব ড. শাহ আবদুল সাদী, পরিবেশ আইনজীবী হাফিজ খান, সিপিআরডির প্রধান নির্বাহী মো. শামসুদ্দোহা, ধরিত্রী রক্ষায় আমরার সদস্য সচিব শরীফ জামিল, বেলার ক্যাম্পেইন ও পলিসি সমন্বয়ক বারিশ হাসান চৌধুরী প্রমুখ।

এদিকে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা রিজওয়ানা বলেন, প্লাস্টিকের বোতল ও পলিথিন ব্যবহারের কারণে খাবার এবং মায়ের দুধের সঙ্গে মাইক্রোপ্লাস্টিক মিশে যাচ্ছে। এ অবস্থায় চটের ব্যাগ আমরা পলিথিনের ব্যাগের বিকল্প ভাবতে পারি।

https://samakal.com/bangladesh/article/271878/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87:-
%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-
%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F
%E0%A6%BE%C2%A0

Daily Janakantha

“পৃথিবী বাঁচাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রক্রিয়া রোধ করতে হবে”

স্টাফ রিপোর্টার

প্রকাশিত: ০০:৪৭, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪

পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটাকে রোধ করতে হবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, ‘আমাদের জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, বাজেট বাড়াতে হবে এবং সেই বাজেটটা যেন সঠিক জায়গায় ব্যবহার করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য তরুণদের আরও বেশি প্রস্তুত হতে হবে।

উন্নয়নের মডেলটাকে নতুন করে ভাবতে হবে, লাইফস্টাইলকে বদলাতে হবে।’ সোমবার ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) ‘কপ২৯: এক্সপেকটেশন, রিয়ালিটি অ্যান্ড লেসনস ফর দ্য ফিউচার’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অর্থনৈতিক মডেল পুনর্বিবেচনা জরুরি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব হুমকির মুখে। ক্লাইমেট ফাইন্যান্সের কোনো আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা নেই। এই তহবিল প্রকৃতপক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলায় সহায়তা করছে না। বায়ুদূষণের ২৮ শতাংশ আসে পাওয়ার প্লান্ট থেকে, যা এখনো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। পরিবেশগত ন্যায্যতা অর্জনের জন্য আমাদের জলবায়ু ন্যায্যতার পাশাপাশি কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশে কৃষিজমি কমছে, নদীগুলো দূষিত। এগুলো মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে আমাদের অভিযোজন ক্ষমতা কমছে। রাজনৈতিক অবস্থান সঠিক না হলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাধান পাওয়া কঠিন। তরুণ প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে হবে এবং সঠিক বার্তা দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। ইউনিভার্সিটিগুলোতে পলিথিন-প্রযুক্তির বিকল্প উদ্ভাবনের জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্‌বুদ্ধ করা উচিত। এ ধরনের পদক্ষেপ থেকে বড় পরিবর্তন সম্ভব।

সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, ইউএপি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারপারসন স্থপতি মাহবুবা হক এবং ইউএপির উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান।

বিইউপিতে ডেবথন ৫.০ এর চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত ॥ সোমবার বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) স্বাধীনতা অডিটরিয়ামে ফ্যাকাল্টি অব আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সাইন্সেসের (এফএএসএস) ডিপার্টমেন্ট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের অধীনে পরিচালিত বিইউপি ডেভেলপমেন্ট লিডার্স ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত ডেবথন ৫.০ এর চূড়ান্ত পর্ব ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। দেশের টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মাঝে উদ্ভাবনী ও গবেষণা চিন্তার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

২১-২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানটি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স, কেস কম্পিটিশন, শর্ট ডকুমেন্টারি, ক্যারিয়ার এক্সপো এবং ডেভটক শীর্ষক পাঁচটি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কেস কম্পিটিশন বিভাগে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের টিম ‘দো মাহিনো মেইন পয়সা ডবল’ চ্যাম্পিয়ন, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের টিম ‘রোটেন মার্স’ প্রথম রানারআপ এবং ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির টিম ‘দ্য পিচার্স’ দ্বিতীয় রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।-বিজ্ঞপ্তি

https://www.dailyjanakantha.com/national/news/756164

Daily Vorer Kagoj

আমাদের ভৌগোলিক অস্তিত্বই হুমকির মুখে: রিজওয়ানা হাসান

কাগজ ডেস্ক

প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪, ১০:৫৬ পিএম

সোমবার ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে গোলটেবিল আলোচনায় কথা বলছেন পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। ছবি: সংগৃহীত

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অস্তিত্বই হুমকির মুখে বলে মন্তব্য করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে আয়োজিত ‘কপ-২৯: প্রত্যাশা, বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা’ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অর্থনৈতিক মডেল পুনর্বিবেচনা জরুরি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব হুমকির মুখে। ক্লাইমেট ফাইন্যান্সের কোনো আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা নেই। এই তহবিল প্রকৃতপক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলায় সহায়তা করছে না।’

পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, বাজেট বাড়াতে হবে এবং সেই বাজেটটা যেন সঠিক জায়গায় ইউটিলাইজ করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে এই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটাকে রোধ করতে হবে।’

তিনি বলেন, তরুণদের এর জন্য আরো বেশি প্রস্তুত হতে হবে। উন্নয়নের মডেলটাকে নতুন করে ভাবতে হবে, লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে হবে।

পরিবেশ উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান আরো বলেন, বায়ুদূষণের ২৮ শতাংশ আসে পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে, যা এখনও আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। পরিবেশগত ন্যায্যতা অর্জনের জন্য আমাদের জলবায়ু ন্যায্যতার পাশাপাশি কাজ করতে হবে। বাংলাদেশে কৃষি জমি কমছে, নদীগুলো দূষিত। এগুলো মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইউএপির বিজনেস স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. এম এ বাকি খলিলির সভাপতিত্বে গোলটেবিল বৈঠকে আরো বক্তৃতা দেন- ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, ইউএপি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারপারসন স্থপতি মাহবুবা হক এবং ইউএপির উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান।

https://www.bhorerkagoj.com/national/761363

Daily khaborer kagoj

ইউএপিতে কপ-২৯ নিয়ে আলোচনা সভা

করপোরেট ডেস্ক

প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪, ০৯:২৭ পিএম

ছবি: বিজ্ঞপ্তি

আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে আয়োজিত ২৯তম জলবায়ু সম্মেলন এবং এ সম্মেলনের প্রত্যাশা, বাস্তবতা এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)।

সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

ইউএপির স্কুল অব বিজনেসের ডিন অধ্যাপক ড. এম এ বাকি খালিলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, ইউএপির বোর্ড অব ট্রাস্ট্রিজের চেয়ারপারসন স্থপতি মাহবুবা হক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান।

আলোচনা সভায় মূল মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ব্যবসা বিভাগের অধ্যাপক ড. সুবর্ণা বড়ুয়া।

পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘কপ-কে অনেক বেশি জটিল করে ফেলা হয়েছে। একইসঙ্গে বিশ্বের যে অর্থনৈতিক মডেল দাঁড়িয়েছে তা থেকে কেউ সরে আসতে চাইছে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘যাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আমরা দরকষাকষি করি সেখানে শক্তি, অর্থনীতি, প্রযুক্তির দিক থেকে এটা একটা অসম প্রতিযোগিতা। তাই সমস্যা নিরসনে রাজনৈতিক শক্ত অবস্থানের পাশাপাশি প্রয়োজন নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে নেওয়া, তবে প্রচলিত ছকে বেঁধে নয়। একইসঙ্গে প্রয়োজন জীবনযাত্রার প্রয়োজন। জনগণ বাঁচাতে বাড়াতে হবে বাজেট ও সক্ষমতা।’

কপ ব্যর্থ হয়েছে উল্লেখ করে ড. আইনুন নিশাত বলেন, ‘জলবায়ুর দরকষাকষিতে ভারতের সবচেয়ে বড় বন্ধু হয় চীন-পাকিস্তান। কপ-২৮ এ যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তার অনেকগুলোই ২৯-এ ফেলে দিয়েছে। প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার দেওয়া কথা থাকলেও উন্নত বিশ্ব তা দেয়নি।’

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন- ইউএপির স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ডিজাইনের ডিন অধ্যাপক ড. আবু সাঈদ মোস্তাক আহমেদ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. নেহরীন মাজেদ, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের প্রধান সারওয়ার রাজ্জাক চৌধুরী প্রমুখ।

https://www.khaborerkagoj.com/corporate-corner/842418

Daily Kalbela

‘শুধু টাকা পেলেই জলবায়ুর ঝুঁকি কমবে না’

কালবেলা ডেস্ক

প্রকাশ : ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪, ০৬:৫৫ পিএম

শুধু টাকা পেলেই জলবায়ুর ঝুঁকি কমবে না, কার্বন নিঃসরণ কমাতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেলে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে ২৯তম জলবায়ু সম্মেলনের প্রত্যাশা, বাস্তবতা এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষ্য নিয়ে এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি।

পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, আন্তর্জাতিকভাবে দর কষাকষির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থানও পরিষ্কার করা উচিত। শুধু টাকা পেলেই জলবায়ুর ঝুঁকি কমবে না। কার্বন নিঃসরণ কমানোর ওপরেও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

তিনি বলেন, জলবায়ু ইস্যুতে আগামী জানুয়ারিতে নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বৈঠকে বসবে বাংলাদেশ। জলবায়ু সম্মেলন থেকে সহযোগিতা না মিললে, একে অপরকে কীভাবে সহায়তা করা যায় তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে।

পরিবেশ উপদেষ্টা আরও বলেন, একটি ছকে জলবায়ু সম্মেলনের দর কষাকষি চলে। সব দেশই সে ছকে পড়ে গেছে। তেলনির্ভর অর্থনীতির দেশগুলো জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার টিকিয়ে রাখতে চায়। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অস্তিত্বের প্রশ্ন থেকে আমরাও সরতে চাই না।

এ সময় অন্য বক্তারা বলেন, কপ-২৯ সম্মেলনে আর্থিক আলোচনার বিষয়টি অত্যন্ত ধীরগতিতে এগিয়েছে, যা ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি প্রতিস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া, জীবাশ্ম জ্বালানির ভর্তুকি ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা নবায়নযোগ্য শক্তির অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে। অধিকার আদায়ে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে আরও ঐক্য প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন তারা।

https://www.kalbela.com/environment-climate/150056

Daily Banik Barta

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে ২৯তম জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২৯) নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

প্রকাশ: সোমবার ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪, ২২:৩৫

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান | ছবি: ইউএপি

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে (ইউএপি) ২৯তম জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২৯) নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ২৯তম জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২৯) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। এ সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধান, বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা অংশ নেন।

সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) এই সম্মেলনের প্রত্যাশা, বাস্তবতা এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা নিয়ে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। ইউএপির স্কুল অব বিজনেসের ডিন অধ্যাপক ড. এম এ বাকি খালিলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত; ইউএপির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারপারসন স্থপতি মাহবুবা হক ও ইউএপির উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান।

আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ব্যবসা বিভাগের অধ্যাপক ড. সুবর্ণা বড়ুয়া।

আলোচনা সভার প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম; পরিবেশ বিভাগের জলবায়ু পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পরিচালক শওকত আলী মির্জা; পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বী সাদিক; অর্থ মন্ত্রণালয়ের ইআরডির উপ-সচিব ড. শাহ আব্দুল সাদী; পরিবেশগত আইনজীবী হাফিজ খান; চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের প্রধান নির্বাহী এম জাকির হোসেন খান, সিপিআরডির প্রধান নির্বাহী মো. শামসুদ্দোহা; এনএসিওএমের নির্বাহী পরিচালক ড. এস এম মুনজুরুল হান্নান খান; ফ্রেন্ডশিপের কৌশলগত পরিকল্পনা এবং জলবায়ুর সিনিয়র পরিচালক কাজী আমদাদুল হক; অক্সফামের জলবায়ু বিচার প্রধান ড. মোহাম্মদ এমরান হাসান; ধরিত্রী রক্ষায় আমরা'র সদস্য সচিব শরিফ জামিল; ইফোরজেনের নির্বাহী বোর্ড সদস্য জেসমিমা সাবাতিনা; বেলা'র প্রচারণা ও নীতি সমন্বয়কারী বারিশ হাসান চৌধুরী; গ্রিন মিলিউর নির্বাহী বোর্ড সদস্য ইউ খিং চাক ও চায়না ইয়ুথ ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্কের (সিওয়াইসিএএন) ফেলো মিয়ার ডং।

পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, কপ-কে অনেক বেশি জটিল করে ফেলা হয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্বের যে অর্থনৈতিক মডেল দাঁড়িয়েছে তা থেকে কেউ সরে আসতে চাইছে না। তিনি বলেন, যাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আমরা দরকষাকষি করি সেখানে শক্তি, অর্থনীতি, প্রযুক্তির দিক থেকে এটা একটা অসম প্রতিযোগিতা। তাই সমস্যা নিরসনে রাজনৈতিক শক্ত অবস্থানের পাশাপাশি প্রয়োজন নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে নেয়া, তবে প্রচলিত ছকে বেঁধে নয়। একই সঙ্গে জীবনযাত্রার প্রয়োজন। জনগণকে বাঁচাতে বাড়াতে হবে বাজেট ও সক্ষমতা।

কপ ব্যর্থ হয়েছে উল্লেখ করে ড. আইনুন নিশাত বলেন, জলবায়ুর দরকষাকষিতে ভারতের সবচেয়ে বড় বন্ধু হয় চীন-পাকিস্তান। কপ ২৮-এ যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তার অনেকগুলোই ২৯-এ ফেলে দিয়েছে। প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার দেয়ার কথা থাকলেও উন্নত বিশ্ব তা দেয়নি।

প্যানেল আলোচনায় বক্তারা এ সময় বলেন, কপ ২৯-এ আর্থিক আলোচনার বিষয়টি অত্যন্ত ধীরগতিতে এগিয়েছে, যা ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি প্রতিস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়াও জীবাশ্ম জ্বালানির ভর্তুকি ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা নবায়নযোগ্য শক্তির অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে।

তারা বলেন, জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় দরিদ্র দেশগুলোর জন্য প্রতি বছর ১ ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন, যার এক-তৃতীয়াংশ ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে আসা উচিত।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন- ইউএপির স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ডিজাইনের ডিন অধ্যাপক ড. আবু সাঈদ মোস্তাক আহমেদ; ইউএপির সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. নেহরীন মাজেদ; ইউএপির ব্যবসায় প্রশাসনের বিভাগীয় প্রধান সারওয়ার রাজ্জাক চৌধুরী প্রমুখ। —বিজ্ঞপ্তি

https://bonikbarta.com/economy/bPpT8R8ZgYvy7T3K

Daily Ajker Patrika

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে ‘কপ ২৯’ নিয়ে আলোচনা সভা

বিজ্ঞপ্তি

প্রকাশ : ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪, ২৩: ৫৯

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে ‘কপ ২৯’ নিয়ে আলোচনা সভা। ছবি: সংগৃহীত

আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ২৯ তম জলবায়ু সম্মেলন (কপ ২৯) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। এই সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধান, বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা অংশ নেন। আজ সোমবার এই সম্মেলনের প্রত্যাশা, বাস্তবতা এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। অধ্যাপক এম এ বাকি খালিলী, ডিন, স্কুল অব বিজনেস, ইউএপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইনুন নিশাত, অধ্যাপক ইমেরিটাস, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়; স্থপতি মাহবুবা হক, চেয়ারপারসন, বোর্ড অব ট্রাস্ট্রিজ, ইউএপি ও অধ্যাপক কামরুল আহসান, উপাচার্য, ইউএপি। আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ব্যবসা বিভাগের অধ্যাপক সুবর্ণা বড়ুয়া।

আলোচনা সভার প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট; শওকত আলী মির্জা, পরিচালক, জলবায়ু পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলন, পরিবেশ বিভাগ; ফজলে রাব্বী সাদিক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন; শাহ আব্দুল সাদী, উপ-সচিব, ইআরডি, অর্থ মন্ত্রণালয়; হাফিজ খান, পরিবেশগত আইনজীবী; এম জাকির হোসেন খান, প্রধান নির্বাহী, চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ; মো. শামসুদ্দোহা, প্রধান নির্বাহী, সিপিআরডি; এস এম মুনজুরুল হান্নান খান, নির্বাহী পরিচালক, এনএসিওএম; কাজী আমদাদুল হক, সিনিয়র পরিচালক-কৌশলগত পরিকল্পনা এবং জলবায়ু, ফ্রেন্ডশিপ; মোহাম্মদ এমরান হাসান, জলবায়ু বিচার প্রধান, অক্সফাম; শরিফ জামিল, সদস্যসচিব, ধরিত্রী রক্ষায় আমরা; জেসমিমা সাবাতিনা, নির্বাহী বোর্ড সদস্য, ইফোরজেন; বারিশ হাসান চৌধুরী, প্রচারণা ও নীতি সমন্বয়কারী, বেলা; ইউ খিং চাক, নির্বাহী বোর্ড সদস্য, গ্রিন মিলিউ; মিয়ার ডং, ফেলো, চায়না ইয়ুথ ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (সিওয়াইসিএএন)।

পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, কপ-কে অনেক বেশি জটিল করে ফেলা হয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্বের যে অর্থনৈতিক মডেল দাঁড়িয়েছে তা থেকে কেউ সরে আসতে চাইছে না। তিনি আরও বলেন, যাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আমরা দর-কষাকষি করি সেখানে শক্তি, অর্থনীতি, প্রযুক্তির দিক থেকে এটা একটা

অসম প্রতিযোগিতা। তাই সমস্যা নিরসনে রাজনৈতিক শক্ত অবস্থানের পাশাপাশি প্রয়োজন নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে নেওয়া, তবে প্রচলিত ছকে বেঁধে নয়। একই সঙ্গে প্রয়োজন জীবনযাত্রার প্রয়োজন। জনগণ বাঁচাতে বাড়াতে হবে বাজেট ও সক্ষমতা।

কপ ব্যর্থ হয়েছে দাবি করে আইনুন নিশাত বলেন, জলবায়ুর দর–কষাকষিতে ভারতের সবচেয়ে বড় বন্ধু হয় চীন-পাকিস্তান। কপ ২৮-এ যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তার অনেকগুলোই ২৯-এ ফেলে দিয়েছে। প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার দেওয়া কথা থাকলেও উন্নত বিশ্ব তা দেয়নি।

প্যানেল আলোচনায় বক্তারা এ সময় বলেন, কপ ২৯-এ আর্থিক আলোচনার বিষয়টি অত্যন্ত ধীর গতিতে এগিয়েছে, যা ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি প্রতিস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। এ ছাড়া জীবাশ্ম জ্বালানির ভর্তুকি ১ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা নবায়নযোগ্য শক্তির অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে।

বক্তারা আরও বলেন, জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় দরিদ্র দেশগুলোর জন্য প্রতি বছর ১ ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন, যার এক-তৃতীয়াংশ ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে আসা উচিত।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আবু সাঈদ মোস্তাক আহমেদ, ডিন, স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ডিজাইন, ইউএপি; অধ্যাপক নেহরীন মাজেদ, প্রধান, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ইউএপি; সারওয়ার রাজ্জাক চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধান, ব্যবসায় প্রশাসন, ইউএপি, প্রমুখ।

https://www.ajkerpatrika.com/bangladesh/ajp6rhzhckwyl

Daily Desh Rupantor

দেশের ভৌগোলিক অস্তিত্ব হুমকির মুখে: রিজওয়ানা

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকাশ : ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ০৭:৩১ এএম

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অস্তিত্ব হুমকির মুখে বলে মন্তব্য করেছেন পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অর্থনৈতিক মডেল পুনর্বিবেচনা জরুরি। ক্লাইমেট ফাইন্যান্সের কোনো আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা নেই। এই তহবিল প্রকৃতপক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলায় সহায়তা করছে না।'

গতকাল সোমবার ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে আয়োজিত 'কপ২৯ : এক্সপেকটেশন, রিয়ালিটি অ্যান্ড লেসনস ফর দ্য ফিউচার' শীর্ষক কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, 'বায়ুদূষণের ২৮ শতাংশ আসে পাওয়ারপ্ল্যান্ট থেকে, যা এখনো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। পরিবেশগত ন্যায্যতা অর্জনের জন্য আমাদের জলবায়ু ন্যায্যতার পাশাপাশি কাজ করতে হবে। বাংলাদেশে কৃষিজমি কমছে, নদীগুলো দূষিত। এগুলো মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।'

তিনি বলেন, 'পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে আমাদের অভিযোজন ক্ষমতা কমছে। রাজনৈতিক অবস্থান সঠিক না হলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাধান পাওয়া কঠিন। তরুণ প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে হবে এবং সঠিক বার্তা দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, ইউনিভার্সিটিগুলোতে পলিথিন-প্রযুক্তির বিকল্প উদ্ভাবনের জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্‌বুদ্ধ করা উচিত। এ ধরনের পদক্ষেপ থেকে বড় পরিবর্তন সম্ভব।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, আমাদের জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, বাজেট বাড়াতে হবে এবং সেই বাজেটটা যেন সঠিক জায়গায় ইউটিলাইজ করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে এই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটাকে রোধ করতে হবে। তরুণদের এর জন্য আরও বেশি প্রস্তুত হতে হবে। উন্নয়নের মডেলটাকে নতুন করে ভাবতে হবে, লাইফস্টাইলকে চেঞ্জ করতে হবে।

গোলটেবিল বৈঠকে আরও বক্তব্য দেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, ইউএপি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারপারসন স্থপতি মাহবুবা হক এবং ইউএপির উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান প্রমুখ।

https://www.deshrupantor.com/561103

Daily Delta Times

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে 'কপ ২৯' নিয়ে আলোচনা সভা

ডেল্টা টাইমস ডেস্ক:
প্রকাশ: মঙ্গলবার, ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪, ১২:২১ পিএম

অ + অ – অ

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে 'কপ ২৯' নিয়ে আলোচনা সভা

আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ২৯তম জলবায়ু সম্মেলন (কপ ২৯) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। এই সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধান, বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা অংশ নেন।

সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) সম্মেলনের প্রত্যাশা, বাস্তবতা এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

ইউএপি স্কুল অফ বিজনেসের ডিন অধ্যাপক ড. এম. এ. বাকি খালিলির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, ইউএপি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, চেয়ারপারসন স্থপতি মাহবুবা হক ও ইউএপি উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান।

আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ব্যবসা বিভাগের অধ্যাপক ড. সুবর্ণা বড়ুয়া।

প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন- বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, পরিবেশ বিভাগের জলবায়ু পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পরিচালক শওকত আলী মির্জা, পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বী সাদিক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের

উপসচিব ড. শাহ আব্দুল সাদী, হাফিজ খান, পরিবেশগত আইনজীবী; এম. জাকির হোসেন খান, প্রধান নির্বাহী, চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ; মো. শামসুদ্দোহা, প্রধান নির্বাহী, সিপিআরডি; ড. এস. এম. মুনজুরুল হান্নান খান, নির্বাহী পরিচালক, এনএসিওএম; কাজী আমদাদুল হক, সিনিয়র পরিচালক - কৌশলগত পরিকল্পনা এবং জলবায়ু, ফ্রেন্ডশিপ; ড. মোহাম্মদ এমরান হাসান, জলবায়ু বিচার প্রধান, অক্সফাম; শরিফ জামিল, সদস্য সচিব, ধোরিত্রী রক্ষায় আমরা; জেসমিমা সাবাতিনা, নির্বাহী বোর্ড সদস্য, ইফোরজেন; বারিশ হাসান চৌধুরী, প্রচারণা ও নীতি সমন্বয়কারী, বেলা; ইউ খিং চাক, নির্বাহী বোর্ড সদস্য, গ্রিন মিলিউ; মিয়ার ডং, ফেলো, চায়না ইয়ুথ ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (সিওয়াইসিএএন)।
https://www.deltatimes24.com/news/142949

Somoy News

আমাদের ভৌগোলিক অস্তিত্বই হুমকির মুখে: পরিবেশ উপদেষ্টা

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অস্তিত্বই হুমকির মুখে বলে মন্তব্য করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে গোলটেবিল আলোচনায় কথা বলছেন পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

তাসনিয়া নিশাত মিম:

সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে আয়োজিত ‘কপ-২৯: প্রত্যাশা, বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা’ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন তিনি।

পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অর্থনৈতিক মডেল পুনর্বিবেচনা জরুরি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব হুমকির মুখে। ক্লাইমেট ফাইন্যান্সের কোনো আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা নেই। এই তহবিল প্রকৃতপক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলায় সহায়তা করছে না।’

রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘আমাদের জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, বাজেট বাড়াতে হবে এবং সেই বাজেটটা যেন সঠিক জায়গায় ইউটিলাইজ করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে এই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটাকে রোধ করতে হবে।’

তিনি বলেন, তরুণদের এর জন্য আরও বেশি প্রস্তুত হতে হবে। উন্নয়নের মডেলটাকে নতুন করে ভাবতে হবে, লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বায়ুদূষণের ২৮ শতাংশ আসে পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে, যা এখনও আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। পরিবেশগত ন্যায্যতা অর্জনের জন্য আমাদের জলবায়ু ন্যায্যতার পাশাপাশি কাজ করতে হবে। বাংলাদেশে কৃষিজমি কমছে, নদীগুলো দূষিত। এগুলো মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইউএপির বিজনেস স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. এম এ বাকি খলিলির সভাপতিত্বে গোলটেবিল বৈঠকে আরও বক্তৃতা করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, ইউএপি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারপারসন স্থপতি মাহবুবা হক এবং ইউএপির উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান।

https://www.somoynews.tv/news/2024-12-29/YALJ0CED

Bangla Tribune

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তরুণদের প্রস্তুতি নিতে হবে: পরিবেশ উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৯:৫৫

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, আমাদের জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, বাজেট বাড়াতে হবে এবং সেই বাজেট যেন সঠিক জায়গায় ব্যবহার করা হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য তরুণদের আরও বেশি প্রস্তুত হতে হবে।

সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে আয়োজিত ‘কপ২৯: এক্সপেকটেশন, রিয়েলিটি অ্যান্ড লেসনস ফর দ্য ফিউচার’ শীর্ষক কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অর্থনৈতিক মডেল পুনর্বিবেচনা জরুরি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব হুমকির মুখে। তিনি বলেন, ক্লাইমেট ফাইন্যান্সের কোনও আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা নেই। এই তহবিল প্রকৃতপক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলায় সহায়তা করছে না।

তিনি আরও বলেন, বায়ুদূষণের ২৮ শতাংশ আসে পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে, যা এখনও আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। পরিবেশগত ন্যায্যতা অর্জনের জন্য আমাদের জলবায়ু ন্যায্যতার পাশাপাশি কাজ করতে হবে। বাংলাদেশে কৃষিজমি কমছে, নদীগুলো দূষিত। এগুলো মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

তিনি বলেন, পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে আমাদের অভিযোজন ক্ষমতা কমছে। রাজনৈতিক অবস্থান সঠিক না হলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাধান পাওয়া কঠিন। তরুণ প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে হবে এবং সঠিক বার্তা দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ইউনিভার্সিটিগুলোতে পলিথিন-প্রযুক্তির বিকল্প উদ্ভাবনের জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্‌বুদ্ধ করা উচিত। এ ধরনের পদক্ষেপ থেকে বড় পরিবর্তন সম্ভব।
প্যানেল আলোচনায় বক্তারা বলেন, কপ ২৯-এ আর্থিক আলোচনার বিষয়টি অত্যন্ত ধীরগতিতে এগিয়েছে, যা ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি প্রতিস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়া জীবাশ্ম জ্বালানির ভর্তুকি ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা নবায়নযোগ্য শক্তির অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে।
তারা আরও বলেন, জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় দরিদ্র দেশগুলোর জন্য প্রতি বছর ১ ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন, যার এক-তৃতীয়াংশ ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে আসা উচিত।
গোলটেবিল বৈঠকে আরও বক্তব্য দেন— ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, ইউএপি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারপারসন স্থপতি মাহবুবা হক এবং ইউএপির উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুবর্ণ বড়ুয়া।

https://www.banglatribune.com/others/environment/878624/%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87

Dhaka Post

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে ২৯তম জলবায়ু সম্মেলন নিয়ে আলোচনা

ঢাকা পোস্ট ডেস্ক
২৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ১২:০৫

আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ২৯তম জলবায়ু সম্মেলন (কপ ২৯) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। এই সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধান, বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা অংশ নেন।

সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) সম্মেলনের প্রত্যাশা, বাস্তবতা এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
বিজ্ঞাপন
ইউএপি স্কুল অফ বিজনেসের ডিন অধ্যাপক ড. এম. এ. বাকি খালিলির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, ইউএপি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, চেয়ারপারসন স্থপতি মাহবুবা হক ও ইউএপি উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান।
আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ব্যবসা বিভাগের অধ্যাপক ড. সুবর্ণা বড়ুয়া।
প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন- বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, পরিবেশ বিভাগের জলবায়ু পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পরিচালক শওকত আলী মির্জা, পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বী সাদিক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. শাহ আব্দুল সাদী, হাফিজ খান, পরিবেশগত আইনজীবী; এম. জাকির হোসেন খান, প্রধান নির্বাহী, চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ; মো. শামসুদ্দোহা, প্রধান নির্বাহী, সিপিআরডি; ড. এস. এম. মুনজুরুল হান্নান খান, নির্বাহী পরিচালক, এনএসিওএম; কাজী আমদাদুল হক, সিনিয়র পরিচালক - কৌশলগত পরিকল্পনা এবং জলবায়ু, ফ্রেন্ডশিপ; ড. মোহাম্মদ এমরান হাসান, জলবায়ু বিচার প্রধান, অক্সফাম; শরিফ জামিল, সদস্য সচিব, ধোরিত্রী রক্ষায় আমরা; জেসমিমা সাবাতিনা, নির্বাহী বোর্ড সদস্য, ইফোরজেন; বারিশ হাসান চৌধুরী, প্রচারণা ও নীতি সমন্বয়কারী, বেলা; ইউ খিং চাক, নির্বাহী বোর্ড সদস্য, গ্রিন মিলিউ; মিয়ার ডং, ফেলো, চায়না ইয়ুথ ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (সিওয়াইসিএএন)।
পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, কপ-কে অনেক বেশি জটিল করে ফেলা হয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্বের যে অর্থনৈতিক মডেল দাঁড়িয়েছে তা থেকে কেউ সরে আসতে চাইছে না।
তিনি বলেন, যাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আমরা দরকষাকষি করি সেখানে শক্তি, অর্থনীতি, প্রযুক্তির দিক থেকে এটা একটা অসম প্রতিযোগিতা। তাই সমস্যা নিরসনে রাজনৈতিক শক্ত অবস্থানের পাশাপাশি প্রয়োজন নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে নেওয়া। তবে প্রচলিত ছকে বেঁধে নয়। একই সঙ্গে প্রয়োজন জীবনযাত্রার প্রয়োজন। জনগণ বাঁচাতে বাড়াতে হবে বাজেট ও সক্ষমতা।
কপ ব্যর্থ হয়েছে উল্লেখ করে ড. আইনুন নিশাত বলেন, জলবায়ুর দরকষাকষিতে ভারতের সবচেয়ে বড় বন্ধু হয় চীন-পাকিস্তান। কপ ২৮-এ যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তার অনেকগুলোই ২৯ এ ফেলে দিয়েছে। প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার কথা থাকলেও উন্নত বিশ্ব তা দেয়নি।
প্যানেল আলোচনায় বক্তারা বলেন, কপ ২৯-এ আর্থিক আলোচনার বিষয়টি অত্যন্ত ধীরগতিতে এগিয়েছে, যা ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি প্রতিস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। এ ছাড়া জীবাশ্ম জ্বালানির ভর্তুকি ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা নবায়নযোগ্য শক্তির অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে।
তারা আরও বলেন, জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় দরিদ্র দেশগুলোর জন্য প্রতি বছর ১ ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন, যার এক-তৃতীয়াংশ ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে আসা উচিত।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন- ইউএপি স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ডিজাইনের ডিন অধ্যাপক ড. আবু সাঈদ মোস্তাক আহমেদ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. নেহরীন মাজেদ, ইউএপি ব্যবসায় প্রশাসনের বিভাগীয় প্রধান সারওয়ার রাজ্জাক চৌধুরী প্রমুখ।

https://www.dhakapost.com/education/331669

Dhaka Mail

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটাকে রোধ করতে হবে: রিজওয়ানা হাসান

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকাশিত: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪, ০৭:৫৮ পিএম

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক'র সেমিনারে কথা বলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

'আমাদের জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, বাজেট বাড়াতে হবে এবং সেই বাজেট যেন সঠিক জায়গায় ব্যবহার করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে এই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটাকে রোধ করতে হবে। তরুণদের এর জন্য আরও বেশি প্রস্তুত হতে হবে। উন্নয়নের মডেলটাকে নতুন করে ভাবতে হবে, লাইফস্টাইলকে পরিবর্তন করতে হবে।'

সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে আয়োজিত 'কপ২৯: এক্সপেকটেশন, রিয়ালিটি অ্যান্ড লেসনস ফর দ্য ফিউচার' শীর্ষক কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এসব কথা বলেন।

পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অর্থনৈতিক মডেল পুনর্বিবেচনা জরুরি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব হুমকির মুখে। ক্লাইমেট ফাইন্যান্সের কোনো আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা নেই। এই তহবিল প্রকৃতপক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলায় সহায়তা করছে না।

তিনি আরও বলেন, বায়ু দূষণের ২৮% আসে পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে, যা এখনো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। পরিবেশগত ন্যায্যতা অর্জনের জন্য আমাদের জলবায়ু ন্যায্যতার পাশাপাশি কাজ করতে হবে। বাংলাদেশে কৃষিজমি কমছে, নদীগুলো দূষিত। এগুলো মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

উপদেষ্টা বলেন, পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে আমাদের অভিযোজন ক্ষমতা কমছে। রাজনৈতিক অবস্থান সঠিক না হলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাধান পাওয়া কঠিন। তরুণ প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে হবে এবং সঠিক বার্তা দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ইউনিভার্সিটিগুলোতে পলিথিন-প্রযুক্তির বিকল্প উদ্ভাবনের জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্‌বুদ্ধ করা উচিত। এ ধরনের পদক্ষেপ থেকে বড় পরিবর্তন সম্ভব।

গোলটেবিল বৈঠকে আরও বক্তব্য দেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, ইউএপি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারপার্সন স্থপতি মাহবুবা হক এবং ইউএপি'র উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ইউএপির বিজনেস স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. এম. এ. বাকি খলিলি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুবর্ণ বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ অধিদপ্তরের জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন শাখার পরিচালক শওকত আলী মির্জা, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ইআরডি বিভাগের উপসচিব ড. শাহ আবদুল সাদী, পরিবেশ আইনজীবী হাফিজ খান, সিপিআরডি-এর প্রধান নির্বাহী মো. শামসুদ্দোহা, 'ধরিত্রী রক্ষায় আমরা ধরা'র সদস্য সচিব শরীফ জামিল এবং বেলার ক্যাম্পেইন ও পলিসি সমন্বয়ক বারিশ হাসান চৌধুরী প্রমুখ।
https://dhakamail.com/national/203942

The Daily Campus

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে ২৯তম জলবায়ু সম্মেলন নিয়ে আলোচনা সভা

- টিডিসি ডেস্ক
- প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪, ০৯:০৯ PM , আপডেট: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪, ০৯:০৯ PM
-

ইউএপি © সংগৃহীত

আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ২৯তম জলবায়ু সম্মেলন (কপ ২৯) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। এই সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধান, বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা অংশ নেন। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) এই সম্মেলনের প্রত্যাশা, বাস্তবতা এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি)।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। অধ্যাপক ড. এম. এ. বাকি খালিলী, ডিন, স্কুল অফ বিজনেস, ইউএপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, ইউএপির বোর্ড অব ট্রাস্ট্রজের চেয়ারপারসন স্থপতি মাহবুবা হক এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান।

আলোচনা সভায় মূল মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ব্যবসা বিভাগের অধ্যাপক ড. সুবর্ণা বড়ুয়া। সভার প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, পরিবেশ বিভাগের জলবায়ু পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনের

পরিচালক শওকত আলী মির্জা, পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বী সাদিক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ড. শাহ আব্দুল সাদী, হাফিজ খান, পরিবেশগত আইনজীবী; এম. জাকির হোসেন খান, প্রধান নির্বাহী, চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ; মো. শামসুদ্দোহা, প্রধান নির্বাহী, সিপিআরডি; ড. এস. এম. মুনজুরুল হান্নান খান, নির্বাহী পরিচালক, এনএসিওএম; কাজী আমদাদুল হক, সিনিয়র পরিচালক - কৌশলগত পরিকল্পনা এবং জলবায়ু, ফ্রেন্ডশিপ; ড. মোহাম্মদ এমরান হাসান, জলবায়ু বিচার প্রধান, অক্সফাম; শরিফ জামিল, সদস্য সচিব, ধোরিত্রী রক্ষায় আমরা; জেসমিমা সাবাতিনা, নির্বাহী বোর্ড সদস্য, ইফোরজেন; বারিশ হাসান চৌধুরী, প্রচারণা ও নীতি সমন্বয়কারী, বেলা; ইউ খিং চাক, নির্বাহী বোর্ড সদস্য, গ্রিন মিলিউ; মিয়ার ডং, ফেলো, চায়না ইয়ুথ ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (সিওয়াইসিএএন)।

পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, কপ-কে অনেক বেশি জটিল করে ফেলা হয়েছে। একই সংগে বিশ্বের যে অর্থনৈতিক মডেল দাঁড়িয়েছে তা থেকে কেউ সরে আসতে চাইছে না। তিনি আরও বলেন যাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আমরা দরকষাকষি করি সেখানে শক্তি, অর্থনীতি, প্রযুক্তির দিক থেকে এটা একটা অসম প্রতিযোগিতা। তাই সমস্যা নিরসনে রাজনৈতিক শক্ত অবস্থানের পাশাপাশি প্রয়োজন নতুন প্রজন্মকে সাথে নেয়া, তবে প্রচলিত ছকে বেঁধে নয়। একই সংগে প্রয়োজন জীবনযাত্রার প্রয়োজন। জনগণ বাঁচাতে বাড়াতে হবে বাজেট ও সক্ষমতা।

কপ ব্যর্থ হয়েছে উল্লেখ করে ড. আইনুন নিশাত বলেন, জলবায়ুর দরকষাকষিতে ভারতের সবচেয়ে বড় বন্ধু হয় চীন-পাকিস্তান। কপ ২৮ এ যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তার অনেকগুলোই ২৯ এ ফেলে দিয়েছে। প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার দেয়া কথা থাকলেও উন্নত বিশ্ব তা দেয়নি।

প্যানেল আলোচনায় বক্তারা এসময় বলেন, কপ ২৯-এ আর্থিক আলোচনার বিষয়টি অত্যন্ত ধীরগতিতে এগিয়েছে, যা ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি প্রতিস্থাপনে ব্যর্থ হেয়েছে। এছাড়াও জীবাশ্ম জ্বালানির ভর্তুকি ১ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা নবায়নযোগ্য শক্তির অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে।

তারা আরো বলেন, জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় দরিদ্র দেশগুলোর জন্য প্রতি বছর ১ ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন, যার এক-তৃতীয়াংশ ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে আসা উচিত। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন- অধ্যাপক ড. আবু সাঈদ মোস্তাক আহমেদ, ডিন, স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ডিজাইন, ইউএপি; অধ্যাপক ড. নেহরীন মাজেদ, প্রধান, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ইউএপি; সারওয়ার রাজ্জাক চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধান, ব্যবসায় প্রশাসন, ইউএপি, প্রমুখ।

https://thedailycampus.com/article/164259

Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)

Rizwana for preparing youth, rethinking dev models to face climate change

DHAKA, Dec 23, 2024 (BSS) - Environment, Forest, and Climate Change Adviser Syeda Rizwana Hasan today stressed preparing the youth to adapt to changes and rethinking development models and lifestyles aiming to address climate change.

She also focused on enhancing the nation's capacity to address climate change, allocating a larger budget, and ensuring its proper utilisation.

Rizwana came up with the observation while addressing a roundtable titled "COP29: Expectations, Reality, and Lessons for the Future" as the chief guest at University of Asia Pacific (UAP) in Dhaka.

She pointed out that the current economic model requires re-evaluation in the context of climate challenges, as geographical existence is under threat due to climate change.

The adviser said there is no international definition of climate finance, and funds labeled under this category often fail to address the actual damage caused by climate change.

Addressing environmental challenges, she mentioned that 28 percent of air pollution originates from power plants, which remain inadequately controlled.

She underscored the need for prioritising environmental justice alongside climate justice and called for immediate action to mitigate diminishing arable land and river pollution.

Rizwana said environmental catastrophes are minimising the country's adaptation capacity, not merely due to the lack of funds but because of systemic inefficiencies.

To address these challenges at international level, she said, Bangladesh must establish a stronger political stance.

The youth must be prepared to deliver the rights and politically correct messages in negotiations, Rizwana added.
The advisor encouraged universities to inspire students to innovate alternatives to polythene and plastic since such initiatives could bring significant change.
Dr Ainun Nishat, Professor Emeritus, BRAC University; Architect Mahbuba Haque, Chairperson, Board of Trustees (BOT), UAP; and Prof Dr Qumrul Ahsan, Vice Chancellor, UAP; were present as special guests.
Prof Dr MA Baqui Khalily, Dean, School of Business, UAP, chaired the meeting while Professor Dr. Suborna Barua, University of Dhaka presented a keynote paper.

Shawkat Ali Mirza, Director, Climate Change and International Convention, Department of Environment; Dr Shah Abdul Saadi, Deputy Secretary, ERD, Ministry of Finance; Hafiz Khan, Environmental Lawyer; M Zakir Hossain Khan, Chief Executive, Change Initiative; Md Shamsuddoha, Chief Executive, Center for Participatory Research and Development (CPRD); Sharif Jamil, Member Secretary, Dhoritri Rokkhay Amra-DHORA; Barish Hasan Chowdhury, Campaign and Policy Coordinator, BELA; and Architect Mahbuba Haque, Chairperson, BOT, UAP; also spoke at the meeting.
https://www.bssnews.net/news/232961

The Business Standard (TBS)

UAP holds discussion on expectations, realities and learning of COP29

The 29th United Nations Climate Change Conference (COP29) held in Baku, the capital of Azerbaijan, is a significant step towards addressing the impacts of climate change.

Heads of state, scientists, policymakers, businesspeople, and entrepreneurs attended the conference. On Monday (December 23, 2024), the University of Asia Pacific (UAP) organised a discussion on the expectations, realities and learning for the future of the conference.

The discussion was attended by Syeda Rizwana Hasan, Advisor to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change of the Interim Government, as the chief guest.

Professor Dr M. A. Baki Khalili, Dean of the School of Business at UAP, chaired the event, which was attended by Dr Ainun Nishat, Professor Emeritus at BRAC University; Architect Mahbuba Haque, Chairperson of the Board of Trustees (BOT) at UAP; and Professor Dr Qumrul Ahsan, Vice Chancellor at UAP.

The keynote address was presented by Professor Dr Suborna Barua, Department of International Business, University of Dhaka.

The panel discussion was attended by Professor Dr Mohammad Shariful Islam, Department of Civil Engineering, BUET, Member, Board of Trustees, University of Asia Pacific; Shawkat Ali Mirza, Director, Climate Change and International Convention, Department of Environment; Dr. Fazle Rabbi Sadique, Deputy Managing Director, Palli-Karma Sahayak Foundation; Dr Shah Abdul Saadi, Deputy Secretary, ERD, Ministry of Finance; Hafiz Khan, Environmental Lawyer; M. Zakir Hossain Khan, Chief Executive, Change Initiative; Md Shamsuddoha, Chief Executive, Center for Participatory Research and Development (CPRD); Dr S M Munjurul Hannan Khan, Executive Director, Nature Conservation Management (NACOM); Kazi Amdadul Haque, Senior Director - Strategic Planning and Head of Climate Action, Friendship; Dr Mohammad Emran Hasan, Head of Climate Justice, Oxfam in Bangladesh; Sharif Jamil, Member Secretary, Dhoritri Rokkhay Amra-DHORA; Jasmima Sabatina, Executive Board Member, EforGen; Barish Hasan Chowdhury, Campaign and Policy Coordinator, BELA; U Khing Chack, Executive Board Member, Green Milieu; and Mier Dong, Fellow, China Youth Climate Action Network (CYCAN).

The speakers said that the financial negotiations at COP29 have progressed slowly, failing to replace the $100 billion pledge. Fossil fuel subsidies have reached $1.7 trillion, hindering the progress of renewable energy.

They also said that poor countries need $1 trillion yearly to address the climate crisis, one-third of which should come from rich countries.

Professor Dr Abu Sayeed Mostaque Ahmed, Dean of the School of Environmental Science and Design at UAP; Professor Dr Nehreen Majed, Head of the Department of Civil Engineering at UAP; Sarwar Razzak Chowdhury, Head of the Department of Business Administration at UAP, and others were also present.

https://www.tbsnews.net/economy/corporates/uap-holds-discussion-expectations-realities-and-learning-cop29-1025651

Dhaka Tribune

Rizwana: Youth must prepare to tackle climate change

She further pointed out that 28% of air pollution originates from power plants, an issue yet to be effectively controlled

Tribune Desk

Publish : 23 Dec 2024, 08:26 PMUpdate : 23 Dec 2024, 08:27 PM

Syeda Rizwana Hasan, adviser to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Ministry of Water Resources, emphasized enhancing capacity, increasing budgets, ensuring proper fund utilization and preparing youth to tackle climate challenges.

She urged the younger generation to prepare themselves and develop the ability to deliver the right message.

She said these as the chief guest at a program titled “COP29: Expectations, Reality, and Lessons for the Future” organized by the University of Asia Pacific on Monday.

Rizwana Hasan highlighted the urgent need to rethink economic models to combat climate change, warning that geographical existence is at risk due to its effects.

She noted the lack of a universal definition for climate finance and criticized current funds for failing to adequately address the impacts of climate change.

She further pointed out that 28% of air pollution originates from power plants, an issue yet to be effectively controlled.

She emphasized that achieving environmental justice necessitates simultaneous efforts toward climate justice.

With diminishing agricultural land and polluted rivers in Bangladesh, she called for effective measures to address these issues.

Rizwana Hasan also noted that environmental disasters are reducing adaptation capacity and said that without proper political commitment, international solutions would remain elusive.

She suggested that universities should inspire students to develop alternatives to plastic technologies, paving the way for meaningful change.

During a panel discussion, speakers observed that financial negotiations at COP29 have progressed slowly, failing to meet the $100 billion annual commitment.

They also highlighted that fossil fuel subsidies have reached $1.7 trillion, hindering the advancement of renewable energy.

The panelists stressed that tackling the climate crisis requires $1 trillion annually for developing countries, with one-third of this amount expected from wealthy nations.

https://www.dhakatribune.com/368950

ENERGY POWER

CAPACITY BUILDING ARE ESSENTIAL TO TACKLE CLIMATE CHANGE: SYEDA RIZWANA HASAN

23rd December 2024

Dhaka, December 23, 2024 (PR) - Syeda Rizwana Hasan, Advisor to the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change and the Ministry of Water Resources, emphasized the need to enhance the nation's capacity to address climate change, allocate a larger budget, and ensure its proper utilization. She highlighted the importance of preparing the youth to adapt to changes and rethink development models and lifestyles.

She made these remarks on Monday while addressing a program titled “COP29: Expectations, Reality, and Lessons for the Future” as the chief guest at the University of Asia Pacific (UAP).

The advisor pointed out that the current economic model requires re-evaluation in the context of climate challenges, as geographical existence is under threat due to climate change. She noted that there is no international definition of climate finance, and funds labeled under this category often fail to address the actual damage caused by climate change.

Addressing environmental challenges, she mentioned that 28% of air pollution originates from power plants, which remain inadequately controlled. She stressed the need to prioritize environmental justice alongside climate justice and urged immediate action to mitigate declining agricultural land and river pollution.

She also remarked that environmental catastrophes are diminishing the country's adaptation capacity, not merely due to the lack of funds but because of systemic inefficiencies. To address these challenges on an international level, Bangladesh must establish a stronger political stance. The youth must be prepared to deliver the right, politically correct messages in negotiations.

Furthermore, the advisor encouraged universities to inspire students to innovate alternatives to polythene and plastic, as such initiatives could bring significant change.

Dr. Ainun Nishat, Professor Emeritus, BRAC University; Architect Mahbuba Haque, Chairperson, Board of Trustees (BOT), UAP; and Prof. Dr. Qumrul Ahsan, Vice Chancellor, UAP, was present as Special Guests.

Chaired by Professor Dr. M.A. Baqui Khalily, Dean, School of Business, UAP. Keynote Paper was presented Professor Dr. Suborna Barua, University of Dhaka.

Shawkat Ali Mirza, Director, Climate Change and International Convention, Department of Environment, GoB, Bangladesh; Dr. Shah Abdul Saadi, Deputy Secretary, ERD, Ministry of Finance, GoB; Hafiz Khan, Environmental Lawyer; M. Zakir Hossain Khan, Chief Executive, Change Initiative; Md. Shamsuddoha, Chief Executive, Center for Participatory Research and Development (CPRD); Sharif Jamil, Member Secretary, Dhoritri Rokkhay Amra-DHORA; Barish Hasan Chowdhury, Campaign and Policy Coordinator, BELA; etc.
https://ep-bd.com/view/details/news/NDIwNg%3D%3D/title?q=capacity+building+are+essential+to+tackle+climate+change%3A+syeda+rizwana+hasan